পশ্চিমা গণমাধ্যম বাকস্বাধীনতার নামে ইসরায়েলের পক্ষপাত করছে

বিস্মিত হতে হয় পশ্চিমা গণমাধ্যমে ইসরাইলের পক্ষে প্রচারণা দেখে। চলমান ফিলিস্তিন–ইসরায়েল সংঘাত নিয়ে পশ্চিমা গণমাধ্যমের একতরফা প্রতিবেদনে হতবাক ও ক্ষুব্ধ যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাবিদেরাও। তাদের ক্ষোভের কারণ, গণমাধ্যমগুলো কেবল ইসরায়েলের বয়ান তুলে ধরছে। সেইসব প্রতিবেদনে ফিলিস্তিনের কথা নেই। এসব নিয়ে প্রায় ৩১৩ শিক্ষাবিদ পশ্চিমা গণমাধ্যমের উদ্দেশে একটি খোলাচিঠিও লিখেছেন।

কারা এই শিক্ষক? তারা কিন্তু ফিলিস্তিনি জনগণের পাশে নেই। এই দেশগুলো ফিলিস্তিনিদের ওপর হওয়া এই জঘন্য অপরাধের বিরুদ্ধে মুখ খুলছে না। সম্প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে যারা বিবৃতি দিয়েছেন তারা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। এবং তাঁদের বেশির ভাগই ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলি বংশোদ্ভূত। এই চিঠির অন্যতম স্বাক্ষরকারী ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার অধ্যাপক ইভলিন আলসুলতানি ১৭ অক্টোবর তাঁর এক্স হ্যান্ডলে (সাবেক টুইটার) চিঠিটি শেয়ার করেছেন।

যেসব দেশ গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে পরিচিত ও যারা মানবাধিকার সমুন্নত রাখার জন্য বিশ্বের অন্যান্য দেশকে বুদ্ধি-পরামর্শ দেয় তাদের গণমাধ্যম একটি যুদ্ধের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে পারছে না। পশ্চিমের মেইনস্ট্রিম মিডিয়া দেখলে ইসরাইলের অত্যাচারের কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না বলেই গণমাধ্যম বিশ্লেষকরা বলছেন- এই যদি হয় পরিস্থিতি, তবে তারা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে কোন মানবাধিকার ও বাকস্বাধীনতার কথা শেখায়।

পশ্চিমা গণমাধ্যমের দৃষ্টিভঙ্গি ও নিশ্চুপতার প্রতি প্রশ্ন তুলে তারা বলেন, আপনাদের সন্দেহ করার মতো সেই দৃষ্টিভঙ্গি আজ কোথায়। কেনো আমরা গাজায় যুদ্ধাপরাধকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের প্রচারিত বানোয়াট ও ভিত্তিহীন দাবিকে প্রশ্নের মুখে ফেলছি না? যুদ্ধে সাংবাদিক মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে যুদ্ধ বন্ধের জন্য আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে, এ মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি কাজ হচ্ছে, যুদ্ধের ডামাডোল আরও বাড়িয়ে না তুলে শিগগিরই এসব

বন্ধ করা। কারণ, এভাবে চলতে থাকলে সব পক্ষের জন্য গণবিধ্বংসী যুদ্ধ ডেকে আনতে পারে। ৭ অক্টোবর থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত আপনাদের ১১ ফিলিস্তিনি সাংবাদিক সহকর্মীকে ইসরায়েলিরা হত্যা করেছে।

কোন ইস্যুকে ধরে পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলোর পক্ষপাতিত্ব ও অর্থের বিনিময়ে এজেন্ডা বাস্তবায়নের নজির বহু পুরনো। এই চিঠি প্রমাণ করে যে, পশ্চিমা গণমাধ্যমের আচরণে পশ্চিমা জনগণই ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত।

যে পশ্চিম সবসময় মানবাধিকার ও বাক স্বাধীনতার কথা বলে তাদের গণমাধ্যমে একপাক্ষিক উপস্থাপনা বিষয়ে জানতে চাইলে সিনিয়র সাংবাদিক মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল বলেন, মিডিয়ার নিয়ন্ত্রণ যার হাতে তার পলিসিই সেই মিডিয়ার পলিসি। কোনো দেশের ছোট পরিসরে গণমাধ্যম কোন দলের নিয়ন্ত্রণে সেই আলাপ হয়, বৈশ্বিকভাবে বড় পরিসরে সেটা কেউ ইসরাইল কেউ হামাস এর পক্ষে কথা বলছে, এভাবেই দেখতে হবে। আমি মনে করি মাঠের প্রতিবেদক সবসময় সঠিক তথ্যটা দেন। কিন্তু সেটা নিয়ন্ত্রণ করে তার নিউজরুম ও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের মালিকানা যার তিনি। বিবিসি যখন এধরনের পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদ উপস্থাপন করবে তখন তার সরকারের বাইরে গিয়ে অবস্থান নিতে পারবে না, সিএনএন এর ওপর সরকারের মালিকানা না থাকলেও যে বড় ব্যবসায়ীরা এটার অর্থায়নে আছে তারা সরকারের অবস্থানের বাইরে যাবে না। ফলে কোথাও না কোথাও মিডিয়া শৃঙ্খলিত।

মেহেরপুরে কালবেলার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

আলোচনা সভা ও কেক কাটার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে দৈনিক কালবেলার প্রথম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে।

আজ সোমবার (২৩ অক্টোবর) বেলা ১২ টার সময় মেহেরপুর জেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা ও কেক কাটার মধ্য দিয়ে আড়ম্বরপূর্ণভাবে দৈনিক কাল বেলার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালনের

আয়োজন করা হয়।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভায় অনুষ্ঠানের সভাপতি মেহেরপুর জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘কালবেলা এখন আমাদের দৈনন্দিন চিন্তাভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এক বছরের মধ্যেই কালবেলা তার বস্তুনিষ্ঠ ও সাহসী সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে দেশব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা তৈরীর পাশাপাশি আমাদের মনোজগতেও প্রভাব ফেলেছে।’

অনুষ্ঠানে মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও জরুরী মিটিং এর কারণে তিনি উপস্থিত হতে না পেরে কালবেলার মেহেরপুর প্রতিনিধিকে শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়েছেন।

মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি খান মাহমুদ আল রাফির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন,সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ফজলে রাব্বি, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আজম, গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি তৌহিদ উদ-দৌলা রেজা ও দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু।

এছাড়াও আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিসংখ্যান অফিসের উপ-পরিচালক, জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, উপ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালক সহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ।

আলোচনা সভায় মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ফজলে রাব্বি বলেন, ‘কালবেলা বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যসমৃদ্ধ খবর প্রকাশের নির্ভীক একটি মাধ্যম। আশা করছি দৈনিক কালবেলা ভবিষ্যতে সংবাদ প্রকাশের এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে। ‘

বিশেষ অতিথি মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন,’সারাদেশ অনেক পুরাতন ও ভালো পত্রিকা থাকার পরও দৈনিক কালবেলা এক বছরেই যে সুনাম ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে শিষে উঠে এসেছে তার মূল কারণ কর্তৃপক্ষের বলিষ্ঠ ভূমিকা ও সারাদেশের সংবাদকর্মীদের বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রেরণ। পত্রিকাটি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কথা বলে। আশা করছি ভবিষ্যতেও এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে।’

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম বলেন, ‘কালবেলা এক বছরের একটি নবজাতক শিশু কিন্তু এই এক বছরের প্রমাণ হয়েছে তার সূর্যসম প্রভাব। কালবেলা অনেক দূর যাবে এবং অনেক ভালো করবে। এ কারণেই কালবেলা কে আমার অনেক অভিনন্দন। কালবেলা আমাদের অনেক বড় প্রাপ্তি এবং জীবনের নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টিকর্তা।’

আলোচনা সভার শেষে কেক কেটে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

গণমাধ্যমকর্মীদের কল্যাণে কী করেছে আওয়ামী লীগ?

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশের যুদ্ধপীড়িত জনগণের মনোবল চাঙ্গা রাখতে অনুপ্রেরণামুলক পরিবেশনা রেডিওতে প্রচার করা হতো। রেডিও এর মাধ্যমেই সাধারণ জনগণ স্বাধীনতা যুদ্ধের খবর জানতেন। এছাড়া বিশ্ব জনমত তৈরি করতে বাংলাদেশের পাশাপাশি উন্নত বিশ্বের গণমাধ্যম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংসতা বিশ্ববাসীর কাছে তুলেই ধরে গণমাধ্যম।

বাংলাদেশে একটা সময় গণমাধ্যম ও সরকার একে অন্যের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল । কিন্তু দিন দিন সরকার ও গণমাধ্যমের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। দূরত্ব বৃদ্ধিতে সরকারের যেমন দায় ছিল তেমনি দায় ছিল নির্দিষ্ট কিছু গণমাধ্যমের । বিশেষ করে ৭৫ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের ভূমিকা ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। জাতির পিতার হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হওয়ার পর দেশে গণমাধ্যম চাইলে অনেক কিছু করতে পারতো কিন্তু তারা তৎকালীন সামরিক সরকারের সাথে আপোষ করে নেয়। তাদের এই আপোষ করার মানসিকতাকে পুঁজি করে গণমাধ্যমের বাক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে সামরিক শাসক জিয়া, এরশাদ ও বিএনপি।

বাংলাদেশে গণমাধ্যম শুরু থেকেই মিশ্র অবস্থার মধ্য দিয়ে গেছে। সাংবাদিকরা কেমন থাকবে এটা নির্ভর করে ক্ষমতায় কোন দল আছে তার উপর। সামরিক শাসনের সময় সাংবাদিকতা সবচেয়ে কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে

করোনা মহামারিতেও সাংবাদিকদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন। করোনাভাইরাস মহামারিতে আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত প্রতি সাংবাদিক পরিবারকে ১০ হাজার টাকা করে মোট তিন কোটি ৬৬ লাখ ১০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। করোনাভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্ত সাংবাদিকদের জন্য বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টকে ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুদান হিসেবে ১০ কোটি টাকা প্রদান করেন, যা বর্তমানে বিতরণ করা হচ্ছে।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

ঝিনাইদহে ‘দৈনিক কালবেলা’ পত্রিকার ১ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন

ঝিনাইদহে দৈনিক কালবেলা পত্রিকার ১ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে। আজ সোমবার সকাল ১১ টায় সময় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব অডিটরিয়ামে কেক কাটা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক কালবেলা পত্রিকার ঝিনাইদহ ব্যুরো প্রধান মোঃ মাহামুদুল হাসান টিপু এর উপস্থাপনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মোঃ খালিদ হাসান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) অফিসার ইনচার্জ মোঃ শাহীন উদ্দিন।

এসময় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি এম. রায়হান, এটিএন নিউজের জেলা প্রতিনিধি নিজাম জোয়ার্দ্দার বাবলু।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ‘দুরন্ত প্রকাশ’র সম্পাদক মিরাজ জামান রাজ সহ ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সদস্য, সাংবাদিক, আইনজীবী ও সুশীল

আর কী কী গুজব ছড়িয়েছেন আব্দুর রব ভুট্টো

সম্প্রতি বাংলাদেশি ১০ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকের নামে ফ্রান্সের ভিসা প্রত্যাখানের গুজব মিথ্যা বলে নিশ্চিত করার পর জনসাধারণের আলোচনায় এসেছেন যুক্তরাজ্য প্রবাসী সাংবাদিক আব্দুর রব ভুট্টো। অনুসন্ধানে বের হয়ে এসেছে সাম্প্রতিক সময়ে ছড়ানো তার আরও গুজবের তথ্য।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেয়া আলোচিত এসব পোস্টের মধ্যে আছে পুলিশ অফিসারদের নামে মার্কিন স্যাংশননের গুজবটি। সেখানে তিনি বলেন, ‘পুলিশ অফিসারদের নামে মার্কিন স্যাংশন’ শিরনামের ওই পোস্টে তিনি বলেন, বাংলাদেশ পুলিশের ৮ কর্মকর্তার একটি তালিকা নিষেধাজ্ঞার তালিকায় আছে। সেখানে তিনি কোনোপ্রকার নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র ব্যবহার করেননি। ফ্যাক্টচেক করে দেখা গেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট এরকম কোন নিষেধাজ্ঞাই দেয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাংক কার্যালয়ের সামনে শেখ হাসিনার উপস্থিতির একটি ভিডিও ফুটেজের কিছু অংশ এডিট করে ফেসবুকে ছড়ান ভুট্টো। এর সঙ্গে যুক্ত কররন কিছু মিথ্যা তথ্য। অথচ শেখ হাসিনা সেখানে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করছিলেন।

ভুট্টো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়ান, বাংলাদেশে কয়লা আমদানী কারক প্রতিষ্ঠান সিএমসিকে স্যাংশন দিয়েছে চীন। কারণে প্রতিষ্ঠানটির কাছে বকেয়া ৩ বিলিয়ন ডলার। ফ্যাক্টচেকের অনুসন্ধান বলছে, চীন কোনো স্যাংশন দেয়নি এবং বকেয়ার পরিমাণ ২৯৩ মিলিয়ন ডলার। যা রাষ্ট্রীয় আমদানি সংক্রান্ত লেনদেনেরে ক্ষেত্রে খুবই স্বাভাবিক। গত বছর নভেম্বরের শেষ দিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ছড়ায়- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবারো বাংলাদেশের বিভিন্ন বাহিনীর ৯২ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। যে

তথ্যের কোন ভিত্তিই ছিল না।

গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে, মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার বাসিন্দা ভুট্টো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে ‘কটূক্তিমূলক এবং রাষ্ট্রবিরোধী’ পোস্ট দেওয়ার অভিযোগে দেশে থাকা তার ছোট ভাই ইউপি সদস্য এবং বিএনপি নেতা আব্দুল মুক্তাদির মনুকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কুলাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, মনু রাউৎগাঁও ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য। বর্তমানে তিনি উপজেলা বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ও জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক। তিনি ভুট্টোর দেশি যোগাযোগগুলো দেখভাল করেন। লন্ডন যাওয়ার আগে, ভুট্টো কুলাউড়া থেকে প্রকাশিত ‘সাপ্তাহিক হাকালুকি’ ও ‘বেনীআসহকলা’ পত্রিকায় কিছুদিন কাজ করেন। এ ছাড়া তিনি ঢাকার শীর্ষ নিউজের কুলাউড়া প্রতিনিধিও ছিলেন। বর্তমানে ‘লন্ডন বাংলা চ্যানেল’ নামের একটি ফেসবুক পেজের সম্পাদকের দায়িত্বে রয়েছেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিভিন্ন চ্যানেলে প্রচার হওয়া ভুট্টোর পোস্টে দেখো যায়, করোনা পরিস্থিতি, প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত সর্বজনীন পেনশন স্কিম, নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফর, বাংলাদেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংকট নিয়ে তিনি গুজব ছড়ান। বিএনপি নেত্রী ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা, শামসুল আলম, সাজ্জাত হোসেন, মীর জাহানের মতো ফেসবুক আইডি ও পেইজের সঙ্গে তার যোগোাযাগ ঘনিষ্ট। একটি রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য তারা এক সঙ্গে বিএনপি-জামায়াতের নির্দিষ্ট ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে এসব গুজব ছড়ায়।

গত ৯ অক্টোবর সোমবার নিজের টুইটার একাউন্ট থেকে আব্দুর রব ভুট্টো একটি পোস্ট দেয়। বাংলাদেশ সময় রাত ২ টা ৫০ মিনিটের ওই পোস্টে তিনি জানান, “ফ্রান্সের ভিসা রিফিউজ হয়েছেন সরকারের সুবিধাভোগী হিসাবে পরিচিত ১০ সাংবাদিক। মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞার নীতিতে যারা উদ্বিগ্ন ছিলেন রিফিউজ হওয়া সাংবাদিকরা তাদের মধ্যে অন্যতম”। এই পোস্টে ফ্রান্সের ভিসা নিষেধাজ্ঞায় পড়া ১০ সাংবাদিকের নামও প্রকাশ করা হয়।

পর দিন দুপুররেই ঢাকায় নিযুক্ত দেশটির রাষ্ট্রদূত মেরি মাসদুপুই তার এক্স অ্যাকাউন্টে একটি পোস্ট করেন। সেখানি তিনি ভুট্টোর পোস্টটি নাকচ করেন । পাশাপাশি ভুট্টো সম্পার্কে পর্যবেক্ষণে

বলেন, ভুট্টোর প্রতিদিনের কাজ `মিথ্যা` এবং `গুজব` ছড়ানো। মানুষের জীবনে খেলাধুলা অপরিহার্য। কেউ ফুটবল, কেউ টেনিস, কেউ ব্যাডমিন্টন বা স্কোয়াশ খেলতে পছন্দ করেন। আবার ভুট্টোর মত কিছু লোক আছে যাারা খেলার মত করে সামাজে গুজব এবং মিথ্যা ছড়িয়ে যায়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন বিভাগের একজন উর্ধ্বতন কর্মরর্তা জানান, ভুট্টোর ফেসবুক ও টুইটার অ্যাকাউন্ট মনিটরিংয়ে আছে। ফেসবুকের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। টুইটার এখনও কোনো রেসপন্স করেনি।

মেহেরপুরে সাংবাদিকদের সাথে বিএনপি নেতা আবদুল্লাহর মতবিনিময়

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-২ আসনে বিএনপি’র মনোনয়ন প্রত্যাশী জেলা বিএনপির সহসভাপতি ও সাবেক ভিপি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা করেছেন।

বিএনপি’র তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে চলমান এক দফা আন্দোলন বাস্তবায়ন ও আগামী দিনে গাংনীর সার্বিক উন্নয়ন বিষয়ে নিজের ভাবনা তুলে ধরেন তিনি।

মেহেরপুর লা-ভোগ রেস্টুরেন্টে গতকাল সোমবার দুপুরে আয়োজিত এই মতবিনিময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মুরাদ আলী, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান খোকন ও সাবেক সহসভাপতি আব্দুস সালাম।

এসময় জেলায় কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

[redacted]

[redacted]

প্রতি বিশেষ আবেদন রইবে অবশ্যায় মাদককে না বলতে হবে। একটি মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে পারলে সমাজ থেকে সন্ত্রাস, হানাহানি, খুন খারাবি অনেকাংশে কমে আসবে। বাসযোগ্য একটি সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে মাদক প্রতিরোধ ব্যবস্থার বিষয়ে আমাদের সকলকে নিজের অবস্থান থেকে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

প্রথম আলোর মেহেরপুর সভাপতি ও সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল আমিন বলেন, প্রতিটি শিক্ষার্থী হলো এক একটি আলোকবর্তিকা। সমাজে অন্ধকার দুর করতে কৃতী শিক্ষার্থীরা নিজেদের অবস্থান থেকে আলো ছড়াবো। উন্নত, মাননিক, সৎ., ন্যায় নির্ভিক মানুষ হিসাবে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। তবেই আমরা একটি সুন্দর দেশ তৈরি করতে পারবো। আজকের অনুষ্ঠানের প্রানই হচ্ছে কৃতী শিক্ষার্থীরা।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাদককে না বলার শপথবাক্য পাঠ করা হয়। সংবর্ধনা পেয়ে খুশি কৃতী শিক্ষার্থীরা। পরে নৃত্য পরিবেশন করে বন্ধুসভার উপদেষ্টা সাব্বির হোসেন সোহাগের দল। সঙ্গীত পরিবশেন করে রেইনফল নামের একটি ব্যান্ড দল। অনুষ্ঠানটির মিডিয়া পার্টনার ছিলো এটিএন বাংলা। সহযোগীতায় রয়েছে ফ্রেশ ও প্রথমআলো বন্ধুসভা।

গণমাধ্যমের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ভিসানীতি অবমাননাকর

দেশের গণমাধ্যমের কণ্ঠ রোধ করতে মার্কিন ভিসানীতি, যা দেশের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপের সামিল বলে মনে করছেন সাংবাদিক নেতারা। মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সমাবেশ থেকে এ মন্তব্য করা হয়। এসময় ভিসানীতির নামে স্বাধীন গণমাধ্যমের ওপর কোনো হস্তক্ষেপ মানা হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

জাস্টিস ফর জার্নালিস্ট আয়োজিত ভিসানীতির নামে সংবাদমাধ্যমে মার্কিন চাপের প্রতিবাদে সাংবাদিক সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা, ডিবিসি টেলিভিশনের

চেয়ারম্যান ও দ্য ডেইলি অবজারভার সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী। সমাবেশে তিনি বলেন, ‘একটি স্বাধীন দেশের গণমাধ্যমের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ভিসানীতি অবমাননাকর। দেশের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপের সামিল।’

তিনি আরও বলেন, ‘বাংলাদেশ চলে সংবিধানের ওপর। একটি স্বাধীন দেশের ওপর বাইরের দেশের হস্তক্ষেপ মানি না মানবো না। আমেরিকা বন্ধুর আচরণের বিপরীতে প্রভুর আচরণ করতে চায়। আমরা সেটি মানবো না। তারা ভিসানীতির ভয় দেখিয়ে অযাচিত হুমকি দেবেন, সেটা মেনে নিতে পারি না। বাঙালি জাতিকে ভিসানীতি বা স্যাংশনের ভয় দেখিয়ে আমাদের দমিয়ে রাখা যাবে না। আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পাশে দাঁড়াবো। নিজের শক্তি দিয়ে গণতান্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই।’

জাস্টিস ফর জার্নালিস্ট সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি ওবায়দুল হক খানের সভাপতিত্বে এতে আরও বক্তব্য রাখেন বিএফইউজের সাবেক সভাপতি মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, সাবেক মহাসচিব আবদুল জলিল ভূঁইয়া, ডিইউজের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মানিক লাল ঘোষ, যুগ্ম সম্পাদক খায়রুল আলম, ডিইউজের সাবেক সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ, সংগঠনের সভাপতি কামরুল ইসলাম, সদস্য সচিব সাহিন বাবু, সিনিয়র সাংবাদিক লায়েকুজ্জামান, আবু সাঈদ প্রমুখ।

এসময় মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল বলেন, ভিসানীতি নিয়ে আতঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন নই। আমেরিকা বছরে ভিসা দেয় মাত্র ২৭ হাজার। এতে সারাদেশে মানুষের কি সমস্যা। ভিসানীতি তো তাদের আছেই, প্রতি বছর ১ লাখ আবেদন করে আর ভিসা দেয় ২৭ হাজার।

তিনি আরও বলেন, ‘আমেরিকার গণমাধ্যম স্বাধীন। সেখানে পিটার হাস এ কথা বলতে পারেন না। অথচ বাংলাদেশের গণমাধ্যমের ওপর ভিসানীতির কথা বলছেন পিটার হাস। এটা স্বাধীন গণমাধ্যমের ওপর একটি চাপ সৃষ্টি করা। ভিসাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চায় পিটার হাস আপনি অতিথি মানুষ। তাই আপনার নীতির মধ্যে থাকুন। বাংলাদেশের স্বাধীন গণমাধ্যম কোনো আত্মসমর্পণ করে না। করবে না।’

আবদুল জলিল ভূঁইয়া বলেন, ‘মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কথা উঠলেই একাত্তর সালের কথা মনে পড়ে। খুনিদের সরদার আমেরিকা। ডিইউজের যুগ্ম সম্পাদক খায়রুল আলম বলেন, আমার দেশ আমার। তুমি মার্কিনি কথা বলার কে।’

এসময় অন্য নেতারা বলেন, ‘আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে

কিভাবে কলুষিত করা যায়, সেই চেষ্টা করছে। আমেরিকা ভিসানীতি দিয়ে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে। বাঙালি জাতিকে ভয় দেখানো সহজ নয়।’ গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য সাংবাদিকদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানান তারা।

কুষ্টিয়ায় শুভসংঘের বৃক্ষরোপণ ও গাছের চারা বিতরণ

কুষ্টিয়া সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) দবির উদ্দিন বলেছেন, আপনার সন্তানের হাত দিয়ে গাছ লাগান। কেননা আপনি যেভাবে আপনার সন্তানকে লালন পালন করে বেড়ে তুলছেন, তেমনি আপনার সন্তানও তার হাত দিয়ে লাগানো গাছটি যত্ম করে বেড়ে তুলবে। মানব সভ্যতা অটুট রাখতে আমাদের বেশি বেশি গাছ রোপণ ও এর পরিচর্যা করতে হবে।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে শহরের ছয় রাস্তা মোড় এলাকার বসুন্ধরা শুভসংঘ কুষ্টিয়া জেলা শাখা কার্যালয়ে বসুন্ধরা শুভসংঘ আয়োজিত বৃক্ষরোপণ ও গাছের চারা বিতরণকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, ‘বসুন্ধরা শুভসংঘ একটি সামাজিক সংগঠন। এটি সমাজের উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, তাদের এসব উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম সত্যি প্রশংসনীয়।’ ‘শুভসংঘের বন্ধুরা যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে এটি চমৎকার একটি উদ্যোগ। আমি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। এসব উন্নয়নমুলক কর্মকান্ডের ধারা অব্যহত রাখুক এই প্রত্যাশা কামনা করি।

তিনি আরও বলেন, প্রতিটি গাছ আমাদের প্রয়োজনে লাগে, গাছ আমাদের অক্সিজেন, গাছ আমাদের ছায়া দিয়ে থাকে। দেয়,কাঠ দেয়, জালানি হিসেবে খড়ি দেয়,গাছ আমাদের উপকারি বন্ধু। আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণেও বৃক্ষের ভূমিকা অপরিসীম তাই বেশি বেশি করে বৃক্ষরোপনের আহবান জানান তিনি।

শুভসংঘের নির্বাহী সভাপতি এস এম জামালের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির

বক্তব্য রাখেন শুভ সংঘ জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাকলি খাতুন, সাংগঠনিক সম্পাদক বিপুল হোসেন, নির্বাহী সদস্য দেওয়ান মাসুুদুর রহমান স্বপন প্রমুখ।

বসুন্ধরা শুভসংঘ কুষ্টিয়া জেলা শাখার নির্বাহী সভাপতি এস এম জামাল বলেন, শুভ কাজে সবার পাশে এই প্রতিপাদ্য নিয়ে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্প গ্রুপ বসুন্ধরার মানবিক সহায়তা সংগঠন শুভসংঘ। দেশের দরিদ্র ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুস্থ রাখতে বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই। বর্তমান সময়ে আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বৃক্ষরোপণ অপরিহার্য। বৃক্ষরোপণের উপকারিতা ও বৃক্ষরোপণে মানুষকে উৎসাহিত করতেই বসুন্ধরা শুভসংঘ কুষ্টিয়া জেলা শাখার এই মহতি কর্মসূচী। এটি অব্যহত রাখতে আমরা সকল উপজেলায় এই কর্মসুচী পালন করবো।

ব্যক্তিগত সামাজিক দায়বদ্ধতা মূলক কাজের অংশ হিসেবে এমন উদ্যোগ গ্রহণ করে দীর্ঘ দিন যাবত চলছে তার এই ব্যতিক্রমী কার্যক্রম বলেও জানান তিনি। শতাধীক শিক্ষার্থী ও অভিভাবক ছাড়াও পথচারী ও রিকশা ও ইজিবাইক চালকের মাঝে দুই শতাধীক ফলজ,বনজ ও ওষুধী গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

এসময় বসুন্ধরা শুভসংঘ বন্ধু নাফিস, সুমাইয়া খাতুন, আব্দুল মজিদ জিয়া, যুথিকা রানী দাস, রিফাহ তাসনিয়া রিযা, আশিক, জুনায়েদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গণমাধ্যমে মার্কিন ভিসানীতি: রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবি

বাংলাদেশের গণমাধ্যমের ওপর মার্কিন ভিসানীতি প্রয়োগের পর সাংবাদিক নেতাদের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এটিকে গণমাধ্যমের ওপর হস্তক্ষেপও বলছেন তারা। একই সাথে পিটার হাসের

বক্তব্য প্রত্যাহারেরও দাবি জানিয়েছেন সাংবাদিক নেতারা। যদিও ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের ঘোষণার সাথে দ্বিমত পোষণ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর।

মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য স্বাধীন মত প্রকাশের জন্য হুমকি বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আক্তার হোসেন। তিনি বলেন, “স্বাধীন দেশের গণমাধ্যমের ওপর নিষেজ্ঞার আরোপের কথা পিটার হাস এভাবে বলতে পারেন না। কার বাংলাদেশ স্বাধীন স্বার্বভৌম দেশ। ভিসা নীতি আরোপ করলে সাংবাদিক সমাজে অস্বস্তি সৃষ্টি হবে। যেসব সাংবাদিকদের সন্তান বিদেশে লেখাপড়া করে তারা মত প্রকাশে দ্বিধান্বিত বোধ করবেন।”

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক খায়রুল আলম বলেন, “গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করে কী গণতন্ত্র নিশ্চিত করা আদৌ সম্ভব? বাংলাদেশের ইতিহাসে খারাপ নজির সৃষ্টি করেছেন পিটার হাস। গণমাধ্যম পরোক্ষভাবে চাপ প্রয়োগ করেছেন তিনি। মহান মুক্তিযুদ্ধে বিরোধীতাকারীরা যখন গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। যুক্তরাষ্ট্র একটি স্বাধীন দেশের গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে যা খুবই দুঃখজনক।”

ঢাকা ডিপ্লোমেট ডট কম এবং সংবাদ সারাবেলার সম্পদক আব্দুল মজিদ বলেন, “সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে যাদের ভুমিকা রয়েছে, যেমন আইন শৃঙখলা ররক্ষাকারী বাহিনী, সরকারি কর্মকর্তা, সরকারি দল ও বিরোধী দল এবং গণমাধ্যম, ভিসানীতির নামে তাদেরকেই হুমকি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। প্রথমত, একটি স্বাধীন দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা বা প্রক্রিয়া নিয়ে অযাচিত কথা বলে এক ধরনের হস্তক্ষেপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র, যা অগ্রহণযোগ্য। ভিসানীতি কার্যকরের ঘোষণায় মূলত তারা স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারবে না।”

সিলেটের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও দৈনিক উত্তরপূর্ব পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক তাপস দাশ পুরকায়স্থ বলেন, “কোন বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হবে তা নির্ধারণ করবে ওয়াশিংটন। নিষেধাজ্ঞায় না থাকা বিষয় নিয়ে মন্তব্য করা কূটনীতিক সৃষ্টাচার বর্হিভূত কাজ। আর গণমাধ্যমকে ভিসানীতির আওতায় আনলে গণতন্ত্র বিকশিত নয়, নিয়ন্ত্রিত হবে।”

গত ২৪ সেপ্টেম্বর একটি বেসরকারি চ্যানেলের কার্যালয়ে এসে সাক্ষাৎকারে ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেন, সরকারি দল, বিরোধী দল ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পর আগামীতে